সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

দুরন্ত বার্তা
DURANTA BARTA

বেফাঁস মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন টুটু বোস

● ৮ পাতায়

১ https://www.durantabarta.in কলকাতা Volume No. 23, Issue No.: 284 Friday, 14 September, 2018 ✱ ২৩ বর্ষ, ২৮৪ সংখ্যা ✱ ২৮ ভাদ্র, ১৪২৫, শুক্রবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ✱ আজ ০৮ পাতা ✱ মূল্য– ২ টাকা

‘বিরোধী দল হিসাবে ব্যর্থ কংগ্রেস’

বিজেপির অনুকূলে আরও বড় ঝড় উঠতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ গত লোকসভা নির্বাচন থেকেও বিজেপির অনুকূলে আর বড় উঠবে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার ন্যামো অ্যাপের মাধ্যমে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ওরা (বিরোধীরা) মনে করছে ২০১৩ থেকে ২০১৪ সালের থেকেও বিজেপির অনুকূলে বড় ঝড় বইতে চলেছে। আর এই ভয়তেই বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। কারণ এরা ভাবছেন বিজেপির ঝড়ে এদের অস্থিত্ব বিপন্ন হতে পারে। বিরোধী দলগুলি একটার পর একটা ইস্যু উত্থাপন করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইছে। কিন্তু ভারতবাসীরা প্রতিটি বিষয়ে ওয়াকিবহাল। বিগত সাড়ে চার বছরে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলির মুখোশ খুলে গিয়েছে। প্রথমে জনগণ তাদের ভোট না দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। কিন্তু বিরোধী দলের আসনে বসেও তারা নিজেদের কর্তব্য পালনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান সরকার কয়লা এবং টেলিকম ক্ষেত্রকে দুর্নীতির আওতার থেকে বের করে এনেছেন। এখন টেলিকম সেক্টর দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতপাতের নির্বিশেষে এই সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশের উন্নয়ন মডেলেই বিশ্বাসী। অন্যদিকে বিজয় মালিয়া ও অরুণ জেটলি সাক্ষাত ইস্যুতে অস্বস্তিতে বিজেপি। একাধিক রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে এমন ইস্যু পেয়ে বাজার গরম বিরোধীদের। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধীতায় তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে নেমেছে কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের সামাল দিতে ময়দানে নেমেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিরোধীদের বিশেষ করে কংগ্রেসের বিরোধীতাকে আমল দিতেই নারাজ তিনি। জানান, ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের পর বিরোধী দলের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার নরেন্দ্র মোদি রাজস্থানের একটি জনসভায় দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘‘গত চার বছরে কংগ্রেস ও বিরোধীদের আসল মুখ সামনে এসেছে। অপশাসন, অপদার্থতা ও দুর্নীতির পাকে জড়িতদের দেশের জনগণ ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন বিরোধী দলের ভূমিকা পালনেও ব্যর্থ হয়েছে ওরা।’’ এরপরই আক্রমণের অভিমুখ সরিয়ে নেন গান্ধী পরিবারের দিকে। জানান, শতাব্দী প্রাচীন একটি দলের কর্মীদের পরিশ্রমের সুফল ভোগ করছে একটি পরিবার। বলেন, ‘‘এই দলের জন্য অনেকে নিরলস পরিশ্রম, সংঘর্ষ করে জীবন পর্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু তাদের পরিশ্রমের সুফল পেয়েছে একটি মাত্র পরিবার। অনেক গুণী ব্যক্তিত্বকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে শুধুমাত্র একটি মাত্র পরিবারের উন্নতির জন্য।’’ এখানেই থেমে থাকেননি মোদি। বলেন,‘সম্পর্ক নয়, কর্মীদের কাজের মূল্যায়ণের উপর ভিত্তি করে দলের নিয়ন্ত্রণের ভার যোগ্য লোকের হাতে সপা হয়।

খরচ কমাতে বাতিল হতে চলেছে ডিজেল ইঞ্জিন!

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ খুব শীঘ্রই হয়তো ধোঁয়া উড়িয়ে রেলযাত্রার অবসান ঘটতে চলেছে। ডিজেল চালিত রেল খুব তাড়াতাড়ি স্থান পেতে চলেছে নস্টালজিয়ায়। কারণ, রেলমন্ত্রকের সিদ্ধান্ত খরচ কমাতে দ্রুত ডিজেল ইঞ্জিন বাতিল করে দেশের সব ট্রেন লাইনে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করা হবে। এতে একদিকে যেমন রেলের খরচ কমবে অন্যদিকে তেমনি, রোজগারের সংস্থান হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ১০৮টি সেকশনে মোট ১৬,৫৪০ কিলোমিটার রেলপথ বিদ্যুতায়ন হবে। এর জন্য সরকারের খরচ হবে ১২ হাজার ১৩৪.৫০ কোটি টাকা। কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ২০২১-২২ সালকে। এই টাকা খরচ করতে হলেও কাজ শেষ হওয়ার পর সরকারের ডিজেলের পিছনে খরচে বড়সড় সাশ্রয় হবে বলে মনে করছেন রেলমন্ত্রকের আধিকারিকরা। প্রতিবছর ডিজেলের খরচ বাবদ ১৩ হাজার ৫১০ কোটি টাকা সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ডিজেল পুড়ে যে কালো ধোঁয়া তৈরি হয়, তা বন্ধ হয়ে পরিবেশ দূষণও কমবে। বর্তমানে অধিকাংশ লোকাল ট্রেন বিদ্যুতে চললেও দূরপাল্লার অনেক ট্রেনই চলে ডিজেলে। কারণ হাওড়া-দিল্লি, দিল্লি-চেন্নাই রুটের অনেক রেললাইনে এখনও বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এর ফলে এই রুটের ট্রেনগুলি হয় পুরোপুরি ডিজেলের মাধ্যমে চালাতে হয় আর নাহয় মাঝপথে ইঞ্জিন বদলে ডিজেলে চালাতে হয়। এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে চাইছে রেল। রেল দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ডিজেল ইঞ্জিন বাতিল হলে বিপুল পরিমাণ তেল আমদানির খরচ থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলবে। তাছাড়া গোটা দেশে বিদ্যুতে রেল চললে রেলের পরিষেবাও আরও গতিশীল এবং সুরক্ষিত হবে। তাছাড়া বিদ্যুতায়নের কাজ চলাকালীন প্রচুর মানুষ রোজগারও পাবেন। শ্রম দপ্তরের অনুমান বিদ্যুতায়ন এবং স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালের কাজ চলাকালীন প্রায় ২০ কোটি শ্রমদিবস তৈরি হবে। কিন্তু এসব শেষে প্রশ্ন হল, এখন যে এত ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয় তার কী হবে? রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিকল্প উপায়ে এই ইঞ্জিনগুলিকে ব্যবহার করা হবে। তাছাড়া সম্ভব হলে, এই ইঞ্জিনগুলিকে বিদ্যুতের ইঞ্জিনে পরিবর্তিত করা হবে।

ক্যাবিনেট ভেঙে লুঠ এটিএম-এর সব টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ অরক্ষিত এটিএমএর ফের টাকা লুঠ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি সামনে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সম্প্রতি কলকাতা ও কলকাতার উপকণ্ঠে এটিএম জালিয়াতির ঘটনায় প্রতারিত হন একাধিক গ্রাহক। ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনা রুখতে এবং এটিএমগুলিকে সুরক্ষিত করতে প্রতিটি কাউন্টারে নিরাপত্তারক্ষী রাখার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু তারপরেও যে পরিস্থিতির খুব একটা নড়চড় হয়নি, ভগবানপুরের ঘটনা তারই প্রমাণ। এদিন সকালে নজরে আসে ভগবানপুরের কলাবেড়িয়ায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএমটি ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। এটিএম ভেঙে সমস্ত টাকা লুঠ করে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীদল। পুলিস জানিয়েছে, এটিএমএ টাকা ভরা হয় যে অংশ দিয়ে, সেই জায়গার ক্যাবিনেট রীতিমতো চাপ দিয়ে ভেঙেছে দুষ্কৃতীরা। তারপরই সব টাকা লুঠ করা হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই এটিএমএ কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। আর তার ফলেই রাতের অন্ধকারে এভাবে দুষ্কৃতীরাজ। নিরাপত্তারক্ষী না থাকার কারণেই কোনওরকম প্রতিরোধ ছাড়া টাকা লুঠ করে পালাতে সক্ষম হয় দুষ্কৃতীদল। নিরাপত্তারক্ষী থাকলে এমনটা ঘটন না। এ ধরনের বিপদ এড়ানো যেত। এটিএম লুঠের ঘটনা এদিন সকালে প্রথম নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদেরই। তাঁরাই পুলিস খবর দেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ওই এটিএম কাউন্টারের সিসিটিভি ফুটেজের ছবি। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, ফুটেজ খতিয়ে দেখে তা শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে। তবে এটিএমএ কত টাকা ছিল, সেবিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

‘জেটলি-মালিয়া বৈঠকের ১৫-২০ মিনিটের সিসিটিভি ফুটেজ আছে’

বৈঠকের সাক্ষী কংগ্রেস নেতা বিস্ফোরক দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ বিজয় মালিয়া নিয়ে বয়ান দিয়েও সামাল দিতে পারলেন না অরুণ জেটলি। দেশ ছেড়ে যে তিনি চলে যাবেন তা বিজয় মালিয়া জেটলিকে নিজেই জানিয়েছিলেন। এমনই দাবি করেছিলেন মালিয়া। কিন্তু তিনি ব্যাঙ্কের সঙ্গে ঋণখেলাপি নিয়ে কথা বলতে চান বলেও জানিয়েছিলেন। মালিয়ার ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অরুণ জেটলি জানিয়ে দেন তিনি নাকি মালিয়াকে বলেন ঋণ নিয়ে কথা তাঁকে ব্যাঙ্কের সঙ্গেই বলতে হবে। এনিয়ে মালিয়ার সঙ্গে কোনও বৈঠক হয়নি। জেটলির সেকথা উড়িয়ে দিয়ে বোমা ফাটালেন কংগ্রেস সভাপতি। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে রাহুল গান্ধী চাঁচাছোলা ভাষায় রাহুল বলেন, ‘মিথ্যে বলছেন অরুণ জেটলি। বিজয় মালিয়া দেশ ছাড়ার আগে সংসদে অরুণ জেটলির সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকের সাক্ষী রয়েছেন কংগ্রেস নেতা পি এল পুনিয়া। অরুণ জেটলিকে এখন দেশবাসীকে জানাতে হবে তাঁর সঙ্গে কেন একজন ক্রিমিন্যালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এরকম একজনকে দেশ থেকে পালাতে কেন জেটলি সাহায্য করলেন তা জানাতে হবে।’ পুনিয়াকে সাক্ষী হিসেবে খাড়া করে তাঁকেই মাইক দিয়ে দেন রাহুল। পুনিয়া বলেন, ২০১৬ সালের মার্চে সংসদের সেন্ট্রাল হলে তিনি মালিয়ার সঙ্গে জেটলির সঙ্গে কথা বলতে দেখেন। এরপরই ৯০০০ কোটি টাকা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে দেশ ছাড়েন মালিয়া। পুনিয়ার কথায়, ‘সে সময় আমি সংসদের সেন্ট্রাল হলে ছিলাম। দেখলাম এক কোণে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মালিয়া ও জেটলি। মিনিট ৫-৭ কথা হওয়ার পর দুজনে বেঞ্চে বসে কথা বলতে শুরু করেন। বেশ কিছুদিন পরে সেদিনই সংসদে আসেন মালিয়া। ওই কথাবার্তার পর ৩ মার্চ দেশ ছাড়েন মালিয়া।’ উল্লেখ্য, মালিয়ার সঙ্গে বৈঠকের অভিযোগ ওঠার পরই অরুণ জেটলি জানিয়ে দেন দেশ ছাড়ার আগে তিনি মালিয়াকে কখনও কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেননি। জেটলি বলেন, ‘সাংসদ হওয়ার সুযোগ নিয়েছিলেন মালিয়া। সংসদ থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে মালিয়া দৌড়ে এসে আমাকে ধরেন। বলেন, ব্যাঙ্কের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চাই। ওকে সাফ জানিয়ে দিই এনিয়ে কোনও কথা বলব না। যা বলার তা ব্যাঙ্কের সঙ্গেই বলুন।’

বকলমে কিংফিশারের মালিক রাহুল!

রাহুল গান্ধী অভিযোগের পর আস্তিন গোটাল বিজেপিও

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ বিজয় মালিয়াকে নিয়ে বিজেপি-কংগ্রেস বাকযুদ্ধ মারাত্মক আকার ধারন করল। দুপুরে রহুল গান্ধী অভিযোগ করলেন দেশ ছাড়ার আগে মালিয়া অথর্মন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। তার সাক্ষী রয়েছেন কংগ্রেস নেতা পি এল পুনিয়া। আস্তিন গোটাল বিজেপিও। বিজেপির তরফে অভিযোগ, কিংফিশার এয়ারলাইন্সের মালিক বিজয় মালিয়ার সঙ্গে রাহুল গান্ধী ও তার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শুধু তাই নয়, কিংফিশার এয়ারলাইন্সের বকলমে মালিকও গান্ধী পরিবার। বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আঠারো পাতার একটি নথি আমাদের হাতে রয়েছে। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে কিংফিশারের মালিক মালিয়া নয় বরং গান্ধী পরিবার। নথি দেখিয়ে সম্বিত পাত্র বলেন, মালিয়ার সঙ্গে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলেই কিংফিশারকে দুবার ঋণে পুর্ণবিবেচনা করা হয়েছিল। একবার ২০০৮ সালে ও দ্বিতীয়বার ২০১২ সালে। সরকারের তরফে কিংফিশারকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এখানেই থেমে থাকেননি পাত্র। তিনি আরও বলেন, রাহল গান্ধী মালিয়ার কাছ থেকে ১ কোটি টাকা ঋণ নেন। ৯ হাজার কোটি টাকা জালিয়াতি করে তিনি এখন দেশছাড়া। রাহুল ও সোনিয়া বিনা খরচে কিংফিশারে যাতায়াত করার সুবিধা পেতেন এটা এখন স্পষ্ট। সাংবাদিক সম্মেলন করে এর ব্যাখ্যা দিন সোনিয়া-রাহুল। উল্লেখ্য, রহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার অভিযোগ করেন ২০১৬ সালের মার্চে জেটলির সঙ্গে বৈঠক করেন মালিয়া। তার সাক্ষী পি এল পুনিয়া। এনিয়ে পুনিয়া এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মার্চে সংসদে মালিয়ার সঙ্গে বেশকিছুক্ষণ ধরে বৈঠক করেন জেটলি। পুনিয়ার ওই অভিযোগের ব্যাখ্যা অবশ্য আগেই দিয়েছেন জেটলি। তাঁর দাবি, মালিয়ার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল কিন্তু তাকে বৈঠক বলা যায় না। সংসদে তাঁকে ধরে মালিয়া বলেন, তিনি দেশ ছাড়ছেন তবে ব্যাঙ্কের সঙ্গে ঋণ নিয়ে বোঝাপড়া করতে চান। জেটলি মালিয়াকে সাফ বলে দেন, যা কথা বলার তা ব্যাঙ্কের সঙ্গেই বলতে হবে।

মাঝেরহাট বিপর্যয়ের প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ মাঝের হাট সেতু দুর্ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের গঠিত উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত কমিটি আগামী কাল তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট জমা করবে। সেতু দুর্ঘটনার পর ওই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৬ তারিখে মুখ্য সচিব মলয় দের নেতৃত্বে ওই কমিটি গঠন করে দেন। বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক ও কলকাতা পুলিশের কমিশনার প্রমূখ কে নিয়ে গঠিত কমিটি এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন। সেইমতো আগামীকাল তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট তার কাছে জমা পড়বে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। এদিন নবান্ন ছাড়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন কাল প্রাথমিক রিপোর্ট জমা পড়বে। বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করতে তো সময় লাগবে। তবে কমিটির তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে কাউকে যে ছেড়ে কথা বলা হবেনা মুখ্যমন্ত্রী তা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

বিজয় মালিয়া পালাতে পারে, ভাবতেই পারেনি সিবিআই!

‘লুক আউট’ নোটিশ থাকা সত্ত্বেও তাকে কেন দেশ ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হল, উঠতে শুরু করেছে সেই প্রশ্নও।

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ ঋণখেলাপি ও পলাতাক ‘লিকার ব্যারন’ বিজয় মালিয়ার বিরুদ্ধে জারি হওয়া ‘লুক আউট’ নোটিসকে লঘু করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই-এর বিরুদ্ধে। এসবিআইসহ একাধিক ব্যাঙ্কের থেকে নেওয়া ৯ হাজার কোটি টাকার ঋণ শোধ না করা মালিয়া দেশে ছাড়ার আগে তার বিরুদ্ধে জারি ‘লুক আউট’ নোটিস ‘উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে’ হালকা করে দিয়েছে মোদি সরকার, এমনটাই অভিযোগ বিরোধীদের। এমনকী, ‘লুক আউট’ নোটিস থাকা সত্ত্বেও তাকে কেন দেশ ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হল, উঠতে শুরু করেছে সেই প্রশ্নও। বুধবার লন্ডনের আদালতে ভারতের জেল মালিয়ার জন্য ‘উপযুক্ত’ কি না তা নিয়ে শুনানি চলছিল। এরই ফাঁকে মালিয়া দাবি করেন, তিনি দেশ ছাড়ার আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে বৈঠকে বসে ঋণ পরিশোধের বিষয়ে মিমাংসা চেয়েছিলেন। ঋণখেলাপি ‘লিকার ব্যারন’-এর এই দাবিতে ভারত জুড়ে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিরোধীদের আক্রমণের মুখে বিবৃতি দিতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছেন জেটলি। কিন্তু, মালিয়ার সঙ্গে এমন কোনও আলোচনাই হয়নি, অর্থমন্ত্রীর এই দাবিতে দমছে না বিরোধী দলগুলি। আর এমন পরিস্থিতিতেই সামনে আসছে ‘লুক আউট’ নোটিস লঘু করে দেওয়ার অভিযোগ। তবে সিবিআই-এর দাবি, মালিয়া যে পালিয়ে যেতে পারে (‘ফ্লাইট রিস্ক’), সে কথা তারা ভাবতেই পারেনি। কারণ, সে সময় মালিয়া বারবার ভারত-লন্ডন যাতায়াত করছিলেন। সিবিআই জানিয়েছে, বিজয় মালিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম নোটিস জারি হয় ১৬ অক্টোবর ২০১৫। এর কয়েক সপ্তাহ পর ২৪ নভেম্বর সেই নোটিস ‘রিপোর্ট অন অ্যারাইভাল’ (অর্থাৎ, সে দেশে ফিরলেই রিপোর্ট করার নির্দেশ)-এ পর্যবসিত হয়। কারণ, মালিয়া দেশ থেকে পালাতে পারে এমন ভাবনার কথা মাথায় আসার মতো কোনও পরিস্থিতিই সে সময় ছিল না বলে দাবি। কিন্তু, এখন সিবিআই মনে করছে, প্রথম জারি হওয়া নোটিশেই ‘গলদ’ ছিল। কারণ, মুম্বই অভিবাসন বিভাগ ফর্মটি পূরণ সময় আটক করার জায়গাটি সঠিক ভাবে বিবেচনা করেনি। সিবিআই সূত্রে খবর, ২৯ জুলাই ২০১৫ মালিয়ার বিরুদ্ধে মামলা শুরুর পর নোটিশ জারি করা হয় এবং এ সময় পর্যন্ত কোনও ব্যাঙ্কের কাছে থেকেই কোনও লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। পরে অক্টোবর মাসে যখন ‘লুক আউট’ নোটিশ জারি হয়, তখন মালিয়া লন্ডনে। এরপর যেদিন নোটিশটি ‘লঘু’ হয়ে যায়, ঠিক সেদিনই সে দেশে ফেরে এবং ১ ডিসেম্বর আবারও লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি দেয়। সিবিআই আরও জানাচ্ছে, ২৩ নভেম্বর মালিয়া দেশে ফেরার আগের দিন অভিবাসন দফতর থেকে টেলিফোন করা হয় তাদের। ‘লিকার ব্যারন’কে গ্রেফতার করা হবে কি না, সেকথা জানতে চাওয়া হয়। আর তখনই ‘সংশোধিত’ লুক আউট নোটিস জারি করা হয়। এরপর বেশ কয়েকবার লন্ডনভারত যাতায়ত করে বিজয় মালিয়া। ৯, ১০ এবং ১১ ডিসেম্বর তাকে জেরা করে সিবিআই। কিন্তু, এই ঋণখেলাপি ব্যবসায়ী যে পালাতে পারে, সে কথা মাথাতেই আসেনি তদন্তকারীদের। লুক আউট নোটিশ ‘লঘু’ করার অভিযোগের সম্মুখে এবাবেই রক্ষণ গড়তে চেষ্টা করেছে সিবিআই। কিন্তু, কংগ্রেসসহ অন্যান্য বিরোধিরা বলছে, সিবিআইএর এই ‘আত্মপক্ষ সমর্থনে’র চেষ্টা থেকেই স্পষ্ট যে মোদি সরকার তাকে দেশবাসীর টাকা লুঠ করে দেশ ছাড়তে মদত যুগিয়েছে।

বিপর্যয় মোকাবিলায় মন্ত্রীদের বিশেষ টিম গড়লেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ ফের বিদেশ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোট ১২ দিনের এই সফরে রয়েছে জার্মানি ও ইটালি। তবে, তাঁর এই বিদেশ সফরের দিনগুলিতে প্রশাসনিক কাজে কোনও সমস্যা দেখা না দেয়, তার নিশ্চিত করতে বিকল্প ব্যবস্থাও করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিদেশ সফর চলাকালীন রাজ্যের যে কোনও সমস্যা দেখতে একটি ‘ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম’ তৈরি নির্দেশ দিয়েছেন। নবান্ন সূত্রে খবর, ‘ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিমে’ রাখা হয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভার ১১ জন সদস্যকে। রাজ্যে যে কোনও বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ যে কোনও সমস্যার সমাধানে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন মন্ত্রিগোষ্ঠীর এই সদস্যরা। বিষয়টি নিশ্চিত করতে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে নয়া এই টিম গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মাঝেরহাট সেতু বিপর্যয়ের সময় দার্জিলিঙে ছিলেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। সেই ঘটনার জেরেই বিশেষ এই দল গড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর অবর্তমানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার ১১ সদস্যের কাছে সরকারিভাবে নির্দেশিকাও নবান্নের তরফে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যে বিনিয়োগ আনতে আগামী সোমবার মুখ্যমন্ত্রী জার্মানি ও ইটালি সফরে যাচ্ছেন। দেশে ফিরবেন ২৮ সেপ্টেম্বর। মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরকালে নব গঠিত ‘ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিমে’ গোটা রাজ্যের দায়িত্ব সামলাবে। নয়া এই টিমে মন্ত্রিসভার সদস্য পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জাভেদ আহমেদ খান, সৌমেন মহাপাত্র, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, শুভেন্দু অধিকারী, মলয় ঘটক, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁধে সমস্ত দায়িত্ব তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। ১২ দিনের মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর শেষ হতেই ফের মুখ্যমন্ত্রীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিমের সদস্যরা।

বিশ্বকর্মা পুজোয় অর্ধদিবস ছুটির ঘোষণা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর। বিশ্বকর্মা পুজোয় অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা সরকারের। বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ওই বিবৃতিতে জানানো হয়, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন দুপুর ২টোর পর বন্ধ হয়ে যাবে প্রত্যেকটি স্কুলও।

বুধবারই সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতন বৃদ্ধিসহ রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য একগুচ্ছ খুশির খবর শুনিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় নিস্পত্তি হয়ে গিয়েছে ডিএ-র সমস্যাও। পুজোর মুখে এবার আরও একবার সুখবর শুনলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যজুড়ে পালিত হবে বিশ্বকর্মা পুজো। এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার নবান্নের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে যে, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে সরকারি কর্মচারীদের অর্ধদিবস ছুটি থাকবে। এই ছুটির আওতায় রয়েছে স্কুলগুলিও। ওইদিন দুপুর দুটোর পর স্কুলগুলি ছুটি হয়ে যাবে। এর আগে জামাইষষ্ঠীতেও অর্ধদিবস ছুটির কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। তবে চলতি বছরই প্রথমবার বিশ্বকর্মা পুজোয় অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করা হল। পুজো প্রায় দোরগোড়ায়। বিশ্বকর্মা পুজো মানেই বাঙালির মন নেচে ওঠে। তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় কেনাকাটার। বিশ্বকর্মা পুজোয় রাজ্য সরকারের অর্ধ দিবস ছুটি ঘোষণার সিদ্ধান্তে খুশি কর্মচারীরা। কর্মদিবস নষ্ট না করার লক্ষ্য বর্তমান রাজ্য সরকারের। অথচ বিশ্বকর্মা পুজোয় অর্ধ দিবস ছুটি ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই সমালোচনার সুর তুলেছেন বিরোধীরা।

মুখ্যমন্ত্রীর শিকাগো সফর

বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতির বিরোধিতায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ তরজা তুঙ্গে। এক দিকে বিদেশমন্ত্রক, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস। ইস্যু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিকাগো সফর। এরই প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ও মুখপাত্র ডেরেক ও ব্রায়েন একটি প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করেন বৃহস্পতিবার। সেখানে এই ইস্যুতে কলকাতার মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেলের বিবৃতি তুলে ধরেন তিনি। ডেরেক দাবি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমেরিকা যেতে আগ্রহী শুনে কলকাতার মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেল খুবই খুশি হয়েছেন। অনেক বছর পর পশ্চিমবঙ্গের কোনও মুখ্যমন্ত্রী আমেরিকা সফরে যাবেন। এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী আমেরিকার সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্কের সম্ভাবনাগুলি তুলে ধরার সুযোগ পাবেন এবং আমেরিকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করতে পারবেন।’’ এই বক্তব্য তুলে ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র নিজেদের দলের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। যাতে লেখা ছিল বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি অনুষ্ঠানের জন্য শিকাগো সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তাদের সম্মতিও জানান। এরপর, শোনা যায়, উদ্যোক্তাদের ওপর এই অনুষ্ঠানটি বাতিল করবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। সবাই জানে, ওই একই সময় বিজেপি-আরএসএস শিকাগোতে গ্লোবাল হিন্দু কংগ্রেস (ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফাউন্ডেশন) নামের একটি সম্মেলন করার পরিকল্পনা করছিল, যেখানে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। সেটাই বাস্তবায়িত করতে বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় যাতে তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে যে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে চলেছিলেন সেটি বাতিল করেন। ১১ই সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক গুরুতর অভিযোগ করেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতার ১২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শিকাগো সফরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আবেদন নাকি খারিজ করে দেয় বিদেশমন্ত্রক। এই অভিযোগ ওঠার পরেই বিবৃতি দেওয়া হয় বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে। মমতার শিকাগো সফর নিয়ে কোনো আবেদনই আসেনি বলে জানান মুখপাত্র রবীশ কুমার। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিকাগো সফরের ক্লিয়ারেন্স চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোনও আবেদনই আসেনি। তাই তাঁকে অনুমতি না দেওয়ার যে অভিযোগ উঠছে তা সত্যি নয়। তাই এই ইস্যুতে আপাতত যে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের বাতাবরণ উত্তপ্ত, তা বলাই বাহুল্য।